বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ- ২০০৪-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

প্রথম অধ্যায়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১৮টি নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ- ২০০৪—২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

গ

মহাপরিচালকের প্রত্যয়নপত্র

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০০৪—২০০৬ সালের হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রির্পোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুনগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ ২০০৪—২০০৬
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফেণী। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর। ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড়। ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা-৪। ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা-২। ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদী। ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা-১। ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-৩। ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, জামালপুর। ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নোয়াখালী। ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মৌলভীবাজার। ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর। ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ। ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট। ১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া। ১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সুনামগঞ্জ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ জুলাই, ২০০৪ হতে জুন ২০০৬।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের কৌশল	ঃ চাহিদাপত্র ইস্যুকরণ।
নিরীক্ষার তথ্য সংগ্রহের ধরণ	ঃ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মৌলিক তথ্যসমূহের ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় চিহ্নিতকরণ ও ভাউচার সেম্পলিং।

প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

- ✓ ১০টি বিভাগীয় অফিসের স্থান সংকুলান কাজের আর সি সি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ আইটেমে পি পি তে নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ৩৭,৭১,০৫২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

- ✓ ড্রইং ও প্রাক্কলন সংশোধন না করেই বিভিন্ন কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করে ১৪,৬৯,৯৮৬ পরিশোধ।

- ✓ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত ৩৩,৭৩,১০০ টাকা থেকে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মেরামত খাতে ব্যয়।

- ✓ মূখে বরাদ্দবিহীন খাত থেকে ঠিকাদারকে ২,১৬,২৩,৫৬৬ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

- ✓ পি পি আর-২০০৩ এর পরিপন্থী চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত কার্যসম্পাদন এবং অনিয়মিতভাবে ৭৩,৫০,৩১৩ টাকা পরিশোধ।

- ✓ কারিগরি মূল্যের অতিরিক্ত বা এসটি কাজের মূল্য বাবদ অনিয়মিতভাবে ৩,৯৯,২৪,৫৩৮ টাকা পরিশোধ।

- ✓ সরকারি রাজস্ব আদায় না করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৪৪,২৫৪ টাকা।

- ✓ প্রয়োজনের অতিরিক্ত এম এস রডের ব্যবহার দেখিয়ে ঠিকাদারকে ১,৩৫,৪৫৪ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

- ✓ সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে মাটি পরীক্ষা ফি ১১,৫৪,৪৩৫ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

- ✓ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে ঠিকাদারকে অধিক আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন এবং অনিয়মিতভাবে অগ্রিম ৪,৩৭,১৬,০০০ টাকা প্রদান।

- ✓ একই জাতীয় কাজ প্রাক্কলন প্রস্তুত না করেই স্বীয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কার্যসম্পাদন এবং অনিয়মিতভাবে ২৩,০৯,৮৩৮ টাকা পরিশোধ।

- ✓ বাজেট বরাদ্দ ছাড়া অপরিকল্পিত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সরকারের ৫,৭৬,৯১,৮৩৪ টাকা দায়-দেনা সৃষ্টি।

- ✓ দু'টি প্রকল্পে অনিয়মিতভাবে বরাদ্দের অতিরিক্ত ২২,৭৯,৬৪,০০০ টাকা ব্যয়।

- ✓ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন এড়ানোর লক্ষ্যে নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে খন্ড খন্ড আকারে কার্য সম্পাদনে ২,০৬,৭৯,৯০৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- মৃত্তিকা পরীক্ষার ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ভ্যাট, আইটি কর্তন না করে বিল পরিশোধ করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনে অনীহা।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালনে অনীহা।
- সরকারি অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করার প্রবণতা।
- যথাসময়ে কার্যসম্পাদন না করার প্রবণতা।
- আর্থিক ক্ষমতা বিধি লংঘনের প্রবণতা।
- দুর্বল অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অডিটের সুপারিশ

- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নিরুপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- রাজস্ব আদায় করে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত পি পি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সরকারি বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

প্রথম খন্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূল প্রতিবেদন

(বিস্তারিত)

অনিয়মের শিরোনামসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	১০টি বিভাগীয় অফিসের স্থান সংকুলান কাজের আর সি সি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণের আইটেমে পি পি তে নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যয়।	৩৭,৭১,০৫২	৯
২।	ড্রইং ও প্রাক্কলন সংশোধন না করেই বিভিন্ন কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করে বিল পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৪,৬৯,৯৮৬	১০
৩।	জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেরামত খাতে ব্যয়।	৩৩,৭৩,১০০	১১
৪।	বরাদ্দবিহীন খাত থেকে ঠিকাদারকে অনিয়মিত পরিশোধ।	২,১৬,২৩,৫৬৬	১২
৫।	পি পি আর-২০০৩ এর পরিপন্থী চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত কার্য সম্পাদন।	৭৩,৫০,৩১৩	১৩
৬।	কারিগরি মূল্যের অতিরিক্ত বা এসটি কাজের মূল্য বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩,৯৯,২৪,৫৩৮	১৪
৭।	সরকারি রাজস্ব আদায় না করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি	১,৪৪,২৫৪	১৫
৮।	প্রয়োজনের অতিরিক্ত এম এস রডের ব্যবহার দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	১,৩৫,৪৫৪	১৬
৯।	সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে মাটি পরীক্ষা বাবদ অনিয়মিত পরিশোধ।	১১,৫৪,৪৩৫	১৭
১০।	মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে ঠিকাদারকে অধিক আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন এবং অনিয়মিতভাবে অগ্রিম পরিশোধ।	৪,৩৭,১৬,০০০	১৮
১১।	একই জাতীয় কাজ প্রাক্কলন প্রস্তুত না করেই নিজ ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কার্য সম্পাদন।	২৩,০৯,৮৩৮	১৯
১২।	বাজেট বরাদ্দ ছাড়া অপরিকল্পিত চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করার মাধ্যমে সরকারের দায়-দেনা সৃষ্টি।	৫,৭৬,৯১,৮৩৪	২০
১৩।	দু'টি প্রকল্পে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ। কোডাল বিধির নির্দেশ উপেক্ষিত।	২২,৭৯,৬৪,০০০	২১
১৪।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন এড়ানোর লক্ষ্যে নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে খন্ড খন্ড আকারে কার্য সম্পাদনে অনিয়মিত ব্যয়।	২,০৬,৭৯,৯০৪	২২
	সর্বমোট =	**৪২,৩৬,৭০,৩৯৪**	

অনুচ্ছেদঃ- ১

শিরোনাম ঃ ১০টি বিভাগীয় অফিসের স্থান সংকুলান কাজের আর সি সি রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণের আইটেমে পি পি তে নির্ধারিত অর্থের চেয়ে ৩৭,৭১,০৫২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট কার্যালয়ের ২০০৪—২০০৬ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস সন্নিকটবর্তী স্থানে ১০টি বিভাগীয় অফিসের স্থান সংকুলান প্রকল্পের পি পি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র ৩-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১২-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পর্যালোচনা করা হয়।
- পি পি'র আইটেম অব ওয়ার্কস এর ১৬ নং ক্রমিকে কালভার্টসহ অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণের জন্য মোট ২৮,৮২,০০০ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ঠিকাদার বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য ০২ জন ঠিকাদারকে ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের মাধ্যমে সর্বমোট ৬৬,৫৩,০৫২ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এতে পি পি-তে ধার্যকৃত মূল্য অপেক্ষা ৩৭,৭১,০৫২ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ক)**।
- ব্যয় বৃদ্ধির হার ১৩০.৮৪%।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের ডিও পত্র সংখ্যা ১.০.১৬.০.০.২ ২০০২-২৪০ (১৩) তারিখ-১৪-৭-২০০৩ খ্রিঃ এর বর্ণনানুযায়ী যে কোন প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি কোন ভাবেই কাম্য নয় এবং এ বৃদ্ধিকে দুর্নীতি পরায়নতার স্পৃহা দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে জাতীয় সম্পদের মারত্মক অপচয়ও হয়ে থাকে।
- এ স্মারকের নির্দেশ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন অজুহাতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির কোন সুযোগ নেই।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৬-১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৫-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ৮-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- বাস্তব কাজের প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- উপরোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ না করে প্রকল্পের মাত্র ০১টি আইটেমেই ব্যাপক হারে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে বিবেচিত, যা সরকারি ক্ষতির পর্যায়ভুক্ত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশাবলী পরিপালন না করে প্রকল্প ব্যয় অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি সাধনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-২

শিরোনাম ঃ ড্রইং ও প্রাক্কলন সংশোধন না করেই বিভিন্ন কাজের অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করে বিল পরিশোধে সরকারের ১৪,৬৯,৯৮৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ৪-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইস্যু ভিত্তিক নিরীক্ষায় দেখা যায়, বগুড়া আঞ্চলিক পরিবেশ গবেষণাগার ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রাক্কলন এবং ড্রইং সংশোধন না করেই বিলে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করে বিল পরিশোধে সরকারের ১৪,৬৯,৯৮৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (**পরিশিষ্ট-খ**)।

অনিয়ম ঃ

- ড্রইং-ডিজাইন সংশোধন না করে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণের কোন অবকাশ নেই।
- অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণ করতে হলে মূল প্রাক্কলন সংশোধন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে জি, এফ, আর বিধি ১০ অনুসরণ করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮-০২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- কাজের সমস্যার কথা বিবেচনা করে প্রত্যাশী সংস্থার অনুরোধে কাজটি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহ বর্দ্ধিত করতে হলে অবশ্যই ড্রইং সংশোধন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ড্রইং ও প্রাক্কলন কোনটিই সংশোধন করা হয়নি। কাজ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রত্যাশী সংস্থার কোন চাহিদা পত্রও নিরীক্ষাকে দেখাতে পারেনি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ড্রইং ও প্রাক্কলন সংশোধন না করেই অতিরিক্ত মেজারমেন্ট গ্রহণজনিত ক্ষতির অর্থ ঠিকাদার/ দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-৩

শিরোনাম ঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে অনিয়মিতভাবে ৩৩,৭৩,১০০ টাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেরামত খাতে ব্যয় করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসর দ্বয়ের হিসাবের উপর ৪-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই মেরামত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন ও কার্য সম্পাদন দেখিয়ে প্রকল্পের অর্থ হতে মোট ৩৩,৭৩,১০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় মিটানো হয়েছে **(পরিশিষ্ট-গ)**।

অনিয়ম ঃ

- জি এফ আর প্যারা-১২ এর নির্দেশ অনুযায়ী একজন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা অনুমোদিত বরাদ্দ অনুযায়ী এবং যে উদ্দেশ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হবে সে উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাড়াই আপত্তিকৃত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী প্রকল্পের অর্থ মেরামত খাতে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত নির্দেশসমূহ পরিপালন করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮-০২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বর্ণিত টাকার মধ্যে ইতোমধ্যেই কিছু টাকা সমন্বয় করা হয়েছে। বাকী টাকা সমন্বয় করে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জুন/২০০৫ মাসে প্রকল্পের অর্থ প্রকল্প বহির্ভূত বিভিন্ন মেরামত খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যাহা আর্থিক বিধির পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়া অর্থ ব্যয় করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৪

শিরোনাম ঃ **বরাদ্দবিহীন খাত থেকে ঠিকাদারকে ২,১৬,২৩,৫৬৬ টাকা পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকার ২০০৪-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৭-৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৫-৯-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, কোন বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজের বিপরীতে আপত্তিকৃত ২,১৬,২৩,৫৬৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ-১/ডিপি-১/২০০০/১২ তারিখ-০৩-০২-২০০৫ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৩ (গ) (ঘ) মোতাবেক বাজেটে বিভিন্ন কোডের বিপরীতে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ ছাড়াই ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ঘ)**।
- বরাদ্দ পাওয়া যাবে প্রত্যাশায় কোন ব্যয় করা যাবে না।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-০২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- প্রয়োজনীয় বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পের স্বার্থে এবং ঠিকাদারের চাপের মুখে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক বরাদ্দ বিহীন ব্যয় পরিশোধ করা হইয়াছে।
- এ সকল বিল পরিশোধে বিভাগীয় হিসাব রক্ষক কর্তৃক ফরম ৬০ পূরণপূর্বক এ অপারগতা প্রকাশ করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আর্থিক ক্ষমতা বিধি-২০০৫ এর অনুচ্ছেদ ৩(গ)(ঘ) লংঘিত হয়েছে।
- বরাদ্দবিহীন ব্যয় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ঠিকাদারের চাপের মুখে এরূপ ব্যয় বিধি বর্হিভূত।
- ফরম ৬০ উপেক্ষা করা বিধি সম্মত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বরাদ্দবিহীন ব্যয় দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদঃ- ৫

শিরোনাম ঃ পি পি আর-২০০৩ এর পরিপন্থী চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত ৭৩,৫০,৩১৩ টাকার কাজ সম্পাদন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-২, ঢাকা, কার্যালয়ের ২০০৪—২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ১৯-৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৭-৯-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চুক্তিকৃত মূল্যের যথাক্রমে ৮৬.৩৫% ও ৯৪.৯৫% অতিরিক্ত কাজ একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঙ)।

অনিয়ম ঃ

- পি পি আর/২০০৩ এর প্রবিধি-১৮(১) এর পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী অতিরিক্ত কাজের মূল্য চুক্তি মূল্যের ১৫% বা ২০ কোটি টাকা, যা কম হবে তা অতিক্রম করবে না। কিন্তু চুক্তিকৃত মূল্যের অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করায় পি পি আর ২০০৩ এর প্রবিধান ১৮ (বি-ই)-এ প্রদত্ত নির্দেশনা লংঘন করা হয়েছে।
- মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের স্মারক নং- মপবি/শাঃক্রঃঅঃ/ক্রয়/৭/২০০৩/১৪৬ তারিখ-২৪-৭-২০০৩ অনুযায়ী অতিরিক্ত কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৫-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ৮-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্বের নির্ধারিত হারে ঠিকাদার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- Contract Agreement এ চুক্তি মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের কোন Provision রাখা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নিরুপন করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-৬

শিরোনাম ঃ কারিগরি মূল্যের অতিরিক্ত বা এসটি কাজের মূল্য বাবদ ৩,৯৯,২৪,৫৩৮ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর এবং গণপূর্ত বিভাগ-১, ঢাকা, ২০০৪-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব যথাক্রমে ০১-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ৯-৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ এবং ১৭-৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২৫-৯-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- রংপুর আবহাওয়া অফিস ভবন চত্ত্বরে ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণাগার নির্মাণে অতিরিক্ত/এসটি কাজের মূল্য বাবদ ১৮,৪৪,৪৮২ টাকা এবং ঢাকা রাজারবাগস্থ ৬তলা ভীত বিশিষ্ট ৩তলা এমটি ওয়ার্কশপ ভবন এবং অস্থায়ী গ্যারেজ নির্মাণ কাজে ৩,৮০,৮০,০৫৬ টাকা (১৮,৪৪,৪৮২ + ৩,৮০,৮০,০৫৬) মোট-৩,৯৯,২৪,৫৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-চ)।

অনিয়ম ঃ

- গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এস-৪/৪এম-২/৮৩/৫৪২/৩(১) তারিখঃ-২১-৬-৮৩ খ্রিঃ এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ১.৫ শর্তানুযায়ী কারিগরী অনুমোদিত মূল্যের ৫% এর অধিক অতিরিক্ত কাজ/এসটি কাজের অনুমোদন দিতে পারেন না।
- এক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম অনুসৃত হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিতে বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধি পরিবর্তন করা হয়েছে।
- প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা ও দ্রুত কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ৫% এর নিম্নে সম্পাদন করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাবে আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধি পরিবর্তন সম্পর্কিত আদেশ নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করা হয়নি এবং কোন আদেশের কপি সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া পি পি আর.২০০৩ অনুযায়ী (যাহা ১ জুলাই ২০০৩ হতে কার্যকর) কাজের পরিমান ১৫% এর অধিক বর্ধিত করা যাবে না। এক্ষেত্রে বর্ধিত কাজের পরিমান ৩২.৭২% বিধায় উক্ত পরিশোধ অনিয়মিত। এছাড়া মূল প্রাক্কলনের ১৫% অতিরিক্ত এসটি আইটেম এর ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ অনুসারে নতুন করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৭

শিরোনাম ঃ **সরকারি রাজস্ব আদায় না করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৪৪,২৫৪ টাকা।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ মৌলভীবাজার কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা ১২-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৭-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। বড় লেখা উপজেলার ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন নির্মাণ কাজের নথি নং-৫২/১, ৫২/২, এষ্টিমেট কার্যাদেশ বিল ভাউচার পরিশোধ বহি নং-১০৭৫/এম-১ পর্যালোচনা করা হয়। উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন ও ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ৩৪,২৫,৪৩০ টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে দরপত্র নং-৪২/২০০০-২০০২ মূলে দরপত্র আহবান ও সূত্র নং-২০৯৮/২(১) তারিখঃ-১৫-১২-২০০৫ মূলে মেসার্স কামাল উদ্দিনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলীর পক্ষ হতে কাজটি নিয়মিতভাবে শেষ করার জন্য ঠিকাদারকে একাধিক পত্র লেখা হলেও ঠিকাদার কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হলে সূত্র নং-২১০১ তারিখ-৭-১০-২০০৪ মূলে ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।

অনিয়ম ঃ

- কাজে প্রযোজ্য ফরম ২৯১১ দফা ৩.৩ (ক) অনুযায়ী ঠিকাদারের জামানত জমার ১,১০,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করার পরিবর্তে বিল নং-৬, তারিখ-১৯-৩-২০০৬ খ্রিঃ মূলে ঠিকাদারকে ফেরত দেয়া হয়েছে। ঠিকাদারী ফরম ২৯১১ দফা-২ অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূল্য ৩৪,২৫,৪৩০ টাকার ওপর ন্যূনতম ১% হারে ৩৪,২৫৪.৩০ টাকা কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা আদায় করা হয়নি।
- সরকারের মোট রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (১,১০,০০০+৩৪,২৫৪)=১,৪৪,২৫৪.৩০ টাকা **(পরিশিষ্ট-ছ)**।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৭-৬-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে কাজটি বাতিল এবং বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ঠিকাদারের ব্যর্থতার জন্য কাজটি বাতিল হওয়ার পর বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। অতএব, তা আদায়পূর্বক জমা করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আর্থিক বিধি বিধান উপেক্ষা করে বরাদ্দবিহীন কার্য সম্পাদনের নামে সরকারি দায়-দেনা সৃষ্টির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৮

শিরোনাম ঃ **প্রয়োজনের অতিরিক্ত এম এস রডের ব্যবহার দেখিয়ে ঠিকাদারকে ১,৩৫,৪৫৪ টাকা অতিরিক্ত** পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ৯-৮-২০০৬খ্রিঃ হতে ১৬-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চালু সরকারি শিশু সদনসমূহ শিশু পরিবারে রুপান্তরিতকরণ প্রকল্পের ৫তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী নির্মাণ কাজে ঠিকাদার মেসার্স ইসলাম ইঞ্জিনিয়ার্সকে ভাউচার নং-৯৬, তারিখঃ ২৬-৬-২০০৫ এর মাধ্যমে ১১তম চলতি এবং চূড়ান্ত বিলে ১,৩২,৪২,২২৯ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- সম্পাদিত কাজের প্রাক্কলনে মোট ৬৩৮.৩২ ঘন মিটার আর সি, সি কাজের জন্য ৭৩৮.৮০ কুইন্টাল এম, এস রডের ব্যবহার করার প্রভিশন রাখা হয়। হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত সম্পাদিত ৮২৩.০৪ ঘন মিটার আর সি সি কাজের জন্য $\frac{৭৩৮.৮০}{৬৩৮.৩২} \times ৮২৩.০৪ = ৯৫২.৫৯$কুইন্টাল এম, এস রডের মূল্য পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্বেও ৯৯৫.৮৮ কুইন্টাল এম এস রডের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে ৯৯৫.৮৮-৯৫২.৫৯ = ৪৩.২৯ কুইন্টাল অতিরিক্ত এম এস রডের মূল্য বাবদ ৪৩.২৯×৩১২৯=১,৩৫,৪৫৪ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-জ)**।

অনিয়ম ঃ

- ডরমিটরী ভবনের ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইনের যেহেতু কোন পরিবর্তন করা হয় নাই সেহেতু মূল প্রাক্কলনে নির্ধারিত আর, সি সি কাজের আনুপাতিক হার অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমানে এম, এস রডের ব্যবহার দেখানোর কোন সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এম, এস রডের ব্যবহার দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে, যা জি, এফ, আর-১০ নং বিধির পরিপন্থী।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০৩-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে সঠিক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজের অর্থাৎ মূল ভবনের ডিজাইনের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় মূল প্রাক্কলনের আর সি সি কাজের আনুপাতিক হারেই এম, এস রডের ব্যবহার তথা মূল্য পরিশোধযোগ্য ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এম এস রডের ব্যবহার বেশী দেখিয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করার জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপনসহ অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ৯

শিরোনাম ঃ **সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে মাটি পরীক্ষা বাবদ ১১,৫৪,৪৩৫ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ জামালপুর ও ফেণী কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ৬-৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১৩-৯-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিরীক্ষিত দপ্তরসমূহে বিভিন্ন কাজে মাটি পরীক্ষা ও জরিপ কাজ সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন, বুয়েট, বি আই টি, এইচ বি আর আই ল্যাবরেটরীর পরিবর্তে সাব-সয়েল ইঞ্জিয়ারিং কোম্পানি লিঃ নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সম্পাদন করায় সরকারের ১১,৫৪,৪৩৫ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ঝ)**।

অনিয়ম ঃ

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার স্মারক নং-সূ গম/স প্র-১/৫/২০০৪/১৬১ তারিখ-২৪-৪-২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক নির্মাণ কাজের প্রারম্ভে নির্মাণ উপকরণসমূহের গুনগতমান ও মাটির ভারবহন ক্ষমতা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সম্পন্ন করার নিয়ম।
- এক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয়নি।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৭-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- সরকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্তিকা পরীক্ষার পর বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- মৃত্তিকা পরীক্ষা কাজের প্রাক্কলন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক প্রতিযোগিতামূলক দরে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব সঠিক নয়। কারণ সাব-সয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১০

শিরোনাম ঃ **মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে ঠিকাদারকে অধিক আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন এবং অনিয়মিতভাবে ৪,৩৭,১৬,০০০ টাকা অগ্রিম পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, নগর গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা ২০০৪-২০০৬ সনের হিসাব ২৬-৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ৮-১০-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখার স্মারক নম্বর মপবি/শা-ক্রঃঅঃ/ক্রয়-১৩/২০০৩-৩০৬ তারিখ-৩-১-২০০৪ মোতাবেক ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাবে না। এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।

অনিয়ম ঃ

- স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজে যৌথ পরিমাপ গ্রহণ, এসটি কাজের দর ফয়সালা ও কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার কারণ দেখিয়ে ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী বিল হতে সমন্বয় করার শর্তে ৪ কোটি টাকা অগ্রিম পরিশোধের সুপারিশ করা হলেও ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা নিরীক্ষাধীন অফিস কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ঞ)**।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৪-০১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৯-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষিত অফিসের জবাব ঃ

- স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ কাজের বিল প্রস্তুত করতে বিলম্ব হওয়ায় ঠিকাদারের আবেদনে প্রকল্প পরিচালকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অগ্রিম দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালক অগ্রিম প্রদানকৃত টাকা বিলে সমন্বয় করে বিল প্রদান করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- বিল পরিশোধকারী কর্মকর্তা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করে বরং সুপারিশকৃত ৪,০০,০০,০০০.০০ টাকার স্থলে ৪,৩৭,১৬,০০০.০০ টাকা পরিশোধ করে ঠিকাদারকে বেশী আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন।
- এছাড়া পরিশোধিত অর্থের উপর বিধি মোতাবেক কোন আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।
- আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০০৫ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এরূপ বিল পরিশোধের ক্ষমতা নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুসরণ না করে ঠিকাদারকে আর্থিক আনুকূল্য প্রদর্শন এবং ভ্যাট আইটি কর্তন না করে ৪,৩৭,১৬,০০০.০০ টাকা পরিশোধের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১১

শিরোনামঃ একই জাতীয় কাজ প্রাক্কলন প্রস্তুত না করেই নিজ ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ২৩,০৯,৮৩৮ টাকার কার্য সম্পাদন।

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পঞ্চগড় ২০০৪-২০০৬ অর্থ বছর এর হিসাব ৪-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১০-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন অংকের অনেকগুলো প্রাক্কলন প্রস্তুত করে নিজ ক্ষমতার মধ্যে রেখে মোট ২৩,০৯,৮৩৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

অনিয়ম ঃ

- ব্যয়িত টাকার কাজগুলির জন্য ৬৬২ টি কোটেশন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ট)**।
- কোটেশনে ব্যয়কৃত টাকা বর্ণিত অর্থ বৎসর ২০০৪-২০০৬ এর মোট বরাদ্দের ২৩% কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং অম/অবি/ বাঃ নি-১/ডি পি ১/২০০০/১৩ তাং ৬-০২-২০০৫ খ্রিঃ ক্রমিক নং ৪৮ এবং গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ডি ও পত্র নং গৃগম/পূস ২০০৩/১২৭ তারিখ অনুচ্ছেদ "ছ" এর পরিপন্থী।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ৫-১১-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা অফিসের জবাব ঃ

- অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে করা প্রয়োজন হয় শুধুমাত্র সেই কাজগুলি নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষমতার মধ্যে করা হয়েছে।

অডিট মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জরুরী কাজের পরিসীমা থাকা উচিত। মোট বরাদ্দের ২৩% কোটেশনের মাধ্যমে ব্যয় করার যৌক্তিকতা নেই।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ-১৪

শিরোনাম ঃ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন এড়ানোর লক্ষ্যে নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে খন্ড খন্ড আকারে কার্য সম্পাদনে ২,০৬,৭৯,৯০৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বগুড়া এবং গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ৪-৮-২০০৬ খ্রিঃ হতে ১১-৮-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে স্থানীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ক্যাশবুক, বিল ভাউচার ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষিত সময়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন এড়ানোর জন্য নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তাঁর বিভাগীয় কাজকে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করে কার্য সম্পাদন দেখিয়ে মোট ১,৮১,১৬,৭৮২ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করেছেন **(পরিশিষ্ট-ঢ)**।

অনিয়ম ঃ

- সি, পি ,ডব্লিউ ডি কোডের প্যারা নং-৫৯ এবং জি এফ আর বিধি নং-১৮০(২) এর বিধান অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ও অনুমোদন এড়ানোর জন্য কোন অবস্থাতেই পূর্ত কাজকে নিজস্ব আর্থিক সীমার মধ্যে রেখে খন্ড খন্ড আকারে বিভক্ত করা যায় না।
- অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১০-০১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৮-২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়।
- অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- কাজের চাহিদা, বরাদ্দের প্রাপ্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদার আলোকে দরপত্র আহবানপূর্বক কাজগুলি করানো হয়েছে। খন্ড খন্ড কাজ করাতে সরকারের অধিক রাজস্ব আয় হয়েছে।
- কাজের স্বার্থে জরুরী প্রয়োজনে খন্ড খন্ড প্রাক্কলনে কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কোডাল বিধির নির্দেশ উপেক্ষা করা হয়েছে।
- পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা-১৬(৫) এর নির্দেশ অনুসরণ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতএব, পি পি আর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা-১৬(৫) এর নির্দেশ উপেক্ষা করে এক প্রাক্কলনভুক্ত কাজকে খন্ড খন্ডভাবে সম্পন্ন করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(মোঃ আমির খসরু)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

তারিখ ঃ

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৫৫কম/এ-৭১৩ বই, ২০০৮।